কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্ব-২
ইলমুত তাজওঈদ

তাজওঈদ

আভিধানিক অর্থ : তাহসিন التحسين । অর্থাৎ কোনো কিছু শুদ্ধ ও সুন্দর করা।

পারিভাষিক অর্থ: কুরআনের প্রতিটি হারফকে তার যথাযথ হক আদায় করে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সঠিক ও শুদ্ধ নিয়মে উচ্চারণ করাকে তাজওইদ বলে।

হুকুম: সামর্থ্যানুযায়ী তাজওইদসহ তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার জন্য ফরজে আইন।

উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআনুল কারিম সঠিক ও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে শেখা।

কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন।
১. তারতীল ২. হদর এবং ৩. তাদবীর।

১. **তারতীল:** মদ ও গুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, ধীর- স্থীরে কোরআন মজীদ পড়াকে তারতীল বলে।
২. **হদর:** তাজবীদের নিয়ম কানুন রক্ষা করে, একটু দ্রুত কোরআন মজীদ পড়াকে হদর বলে।
৩. **তাদবীর**: তারতীল এবং হদরের মাঝামাঝি ধরনের পড়াকে তাদবীর বলে।

লাহন
তাজবীদের বিপরীত কোরআন মজীদ পড়াকে লাহন বলে। উহা দুই প্রকার:
১) লাহনে জালী (বড় ভুল)
২) লাহনে খাফী (ছোট ভুল)

১) লাহনে جلي জালী বড় ভুল হলো- প্রকাশ্য ভুল- যা সাধারণ মানুষ এবং কুরআনের আলিম সকলেই বুঝতে পারেন। যথা- :

১) এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়া।
২) কোন হরফকে বাড়িয়ে দেয়া।
৩) কোন হরফকে কমিয়ে দেয়া।
৪) যের, যবর, পেশ এবং জযম থেকে একটিকে অপরটির জায়গায় পড়া। এ জাতীয় মারাত্মক ভুলসমূহকে লাহনে জালী বলে। লাহনে জালী পড়া হারাম। অনেক জায়গায় লাহনে জালীর কারণে অর্থ বিকৃত হয়ে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

২) লাহনে خفي খফী ছোট ভুল হলো- তিলাওয়াতের সৌন্দর্যের বিষয়ে ভুল করা বা উচ্চারণ করার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের বিপরীত পড়াকে লাহনে খাফী বলে। যথা- ر কে তাকবীর করে পড়া এবং হরকতের স্থানে থামা ইত্যাদি। এ রকম পড়া মাকরুহ; তাই এ থেকেও বেচে থাকা উচিৎ।

■ **ওয়াজিব গুন্নাহঃ** ن এবং م বর্ণের উপর তাশদীদ (ّ) থাকলে বাংলা চন্দ্র বিন্দুরমত গুন্নাহ করে পড়াকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। ওয়াজিব গুন্নাহ না করলে কবীরা গুনাহ হয়। যেমনঃ إن الله

নুন সাকিন ও তানবীন

■ **নুন সাকিনঃ** যে নুনের উপর যযম থাকে তাকে নুন সাকিন বলে।

■ **তানবীনঃ** দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ কে তানবীন বলে।

■ **নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম চারটিঃ**

১. **ইযহারঃ** নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইজহারের ছয় হরফের (ء ه ع ح غ خ) কোন একটি আসলে ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে গুন্নাহ ব্যতিত স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমনঃ من أجل

২. **ইক্বলাবঃ** নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইক্বলাবের হরফ (ب) আসলে তখন ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে (م) দ্বারা পরিবর্তণ করে পড়তে হয়। যেমনঃ من بعد

৩. **ইদগামঃ** নুন সাকিন ও তানবীনকে ইদগামের বর্ণের সহিত মিলিয়ে পড়তে হয়।

■ **ইদগাম দুই প্রকার। যথাঃ**

১. **ইদগামে বা গুন্নাহঃ** নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামে বা গুন্নাহর চার হরফের (ى ن و م) কোন একটি আসলে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ من يشاء

২. **ইদগামে বেলা গুন্নাহঃ** ইদগামে বেলা গুন্নাহর দুই হরফের (ر ل) যে কোন একটি আসলে গুন্নাহ ব্যতিত মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ من ربهم

৪. **ইখফাঃ** নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন একটি আসলে উহাকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। ইখফার হরফঃ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

মীম সাকিন

■ **মীম সাকিনঃ** যে মীমের (م) উপর সাকিন/যযম (ْ) থাকে তাকে মীম সাকিন বলে।

ইহা পড়ার নিয়ম তিনটিঃ

১. **ইখফাঃ** মীম সাকিনের পর যদি ب হরফ থাকে তখন উহাকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

২. **ইদগামঃ** মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে তবে উভয় মীমকে গুন্নাহ সহ পড়তে হয়।

৩. **ইযহারঃ** ب ও م ব্যতীত বাকী ২৭ বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

ওয়াকফর চিহ্নসমূহেহের বিবরণ

[ط] - এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে মতলাক্ব’ বলে । এই চিহ্নিত স্থানের ওয়াকফ করা উত্তম, ওয়াক্ফ নাকরা ভাল নহে। য়াকফ করা না করা উভয় জায়েজ, তবে ওয়াক্ফ করা ভাল।

[ز] এই চিহ্ন কে ‘ওয়াক্ফে মুজাওয়ায’ বলে। এইরূপ স্থানে ওয়াকফ করা না করা উভয় জায়েজ, তবে, না করা ভাল।

[ص]- এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে মুরাখখাস’ বলে। এই রুপ স্থানে ওয়াক্ফ না করিয়া পরের শব্দের সহিত মিলাইয়া পড়া ভাল। কিন্তু নিঃশ্বাস শেষ হইয়া গেলে ওয়াক্ফ করা যায়।
[قف]- এই চিহ্নকে ‘ওয়াক্ফে আমর’ বলে। ইহা ওয়াক্ফ করার জন্য নির্দেশ করে।

[م]-এই চিহ্ন কে ‘ ওয়াকফে লাযেম’ বলে। এই م চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ না করিলে বিপরীত অর্থ হইয়া যাইতে পারে। তাই ওয়াকফ করা অবশ্যই দরকার।

[لا] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা নিষেধ।

[ج] - এই চিহ্নে ওয়াকফ করা জায়েজ। ইচ্ছা হলে ওয়াকফ করবে না করলেও সমস্যা নেই।

[صلے] - এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ সিলা। এই চিহ্নে ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করতে হবে।

[قلے]- এই চিহ্নের নাম ওয়াকফ ক্বিলা। ওয়াকফ করার পর আবার তিলাওয়াত শুরু করতে চাইলে আগের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করবে, না হয় যেখানে ওয়াকফ করা হয়েছে তার পর থেকে শুরু করবে।

[س]- এই চিহ্ন দুই জায়গায় থাকে। একটি থাকে আয়াতের ওপর দুই শব্দের মাঝখানে। এর অর্থ সাকতাহ। অর্থাৎ এমন চিহ্নে নিঃশ্বাস না ফেলেই চুপ থেকে আবার তিলাওয়াত শুরু করতে হবে।

[۩] সিজদাওয়ালা আয়াতে এই চিহ্ন থাকে।

[ۛ - ۛ] এই চিহ্নগুলোর মাঝে যেকোনো একটায় ওয়াকফ করতে হবে। দুইটাতে করা যাবে না।